কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন,
পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, ময়মনসিংহ- ২২০২

এবং

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)

পিকেএসএফ ভবন, প্লট নং- ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

এর মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

১৭ নভেম্বর ২০২১

খচ ৪০৯৪৯৫৫

১। ভূমিকা:

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)-এর মধ্যকার এই সমঝোতা স্মারককে "BINA ও PKSF সমঝোতা স্মারক" বলে আখ্যায়িত করা হবে। সমঝোতাটি সাধারণ প্রকৃতির "বৃহৎ সমঝোতা" হিসেবে বিবেচিত হবে। যার আওতায় ভবিষ্যতে প্রয়োজন মোতাবেক পারস্পরিক আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা হবে।

২। সমঝোতা স্মারকের পক্ষসমূহ:

(ক) সমঝোতা স্মারকের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) যার পূর্ণ ঠিকানা- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, ময়মনসিংহ- ২২০২। এ সমঝোতা স্মারকে BINA হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা প্রথম পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) যার পূর্ণ ঠিকানা- পিকেএসএফ ভবন, প্লট নং- ই৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭। এ সমঝোতা স্মারকে PKSF হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩। প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি:

(ক) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA):

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি আধা-সরকারি স্বায়ত্বশাসিত কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত পরমাণু ও উন্নত প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কাজ পরিচালনা করে, সেগুলো হলো: Induced Mutation বা কৃত্রিম মিউটেশনের মাধ্যমে উন্নত শস্যজাত উদ্ভাবন, বায়োটেকনোলজি, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও জীবাণুসার, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, বালাই ব্যবস্থাপনা, শস্য উৎপাদনশীলতার শারীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ফসল ব্যবস্থাপনা, উদ্যান ফসলের উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রভাব মূল্যায়ন এবং আর্থ-সামাজিক গবেষণা। এছাড়াও BINA দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের কৃষকদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষকের ব্যবহারযোগ্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। গবেষণার মাধ্যমে এ যাবৎ BINA উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তিসমূহ কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

অত্র প্রতিষ্ঠান ১১টি গবেষণা বিভাগ, ১টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র এবং ১৩টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োজনের আলোকে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী, এনজিও কর্মী, উদ্যোক্তা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারকারী কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

(খ) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF):

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন ১৯১৩ (কোম্পানী আইন-১৯৯৪ প্রতিস্থাপিত)-এর আওতায় একটি "অলাভজনক" সংস্থা হিসেবে ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। PKSF দেশের একমাত্র শীর্ষ (Apex) অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের, বিশেষ করে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক মানব মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা। এক্ষেত্রে কৃষকের বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রমের আর্থিক চাহিদা ও আয় প্রবাহের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০৫ থেকে PKSF বিশেষায়িত কৃষিঋণ কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি কৃষকদেরকে PKSF তার বিভিন্ন

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

খচ ৪০৯৪৯৫৬

প্রকল্প ও মূলস্রোত কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতে (ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও ভ্যালু-চেইন উন্নয়নে কাজ করছে। প্রয়োজনীয় তহবিল এবং প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে 'সমন্বিত কৃষি ইউনিট' শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র ইউনিট স্থাপন করেছে। ইউনিটটির আওতায় আধুনিক, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট গবেষণা, শিক্ষা, সম্প্রসারণ, বিপণন ও উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তাদের প্রদেয় সেবাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে পিকেএসএফ বদ্ধপরিকর।

৪। সমঝোতা স্মারকের যৌক্তিকতা:

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) প্রতিষ্ঠার পর থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও জৈব প্রজনন কৌশল প্রয়োগ করে ইতোমধ্যে ১৭টি বিভিন্ন ফসলের মোট ১১৮টি উন্নত ও উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং পরমাণু প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকহারে জৈব নাইট্রোজেন গ্রহণে সমর্থ এমন ৯ ধরণের রাইজোবিয়াল ইনোকুলা শনাক্ত করেছে। ফসলের জাত ছাড়াও বিভিন্ন ফসলের মাটি-সার-পানির উন্নত ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট চাষ পদ্ধতি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য নন-কমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে মাটির ক্ষয়রোধকল্পে উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন, পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনাসহ মাটি ও পানি ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা, পুষ্টি উপাদান আহরণ, জমিতে জৈব পদার্থ ও ফসলের অবশিষ্টাংশ প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট গবেষণায় পরমাণু কৌশল ব্যবহার সংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

BINA উদ্ভাবিত এই সব নতুন জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তিসমূহ দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের কৃষকগণ সফলতার সাথে ব্যবহার করে দেশের কৃষি উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছেন। কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থে BINA উদ্ভাবিত উন্নত জাত এবং কৃষি প্রযুক্তিসমূহ অতিদ্রুত কৃষকের নিকট হস্তান্তর করা অত্যন্ত জরুরী।

পক্ষান্তরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) একটি "অলাভজনক" প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের আর্থিক ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

উভয় প্রতিষ্ঠান পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ভাবিত নতুন জাত ও প্রযুক্তিসমূহ কৃষকদের নিকট দ্রুত হস্তান্তর করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টিমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রেক্ষিতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করে।

৫। সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য:

উভয়পক্ষ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে একমত হন:

১. BINA উদ্ভাবিত এবং সরবরাহকৃত সেবা বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উন্নয়ন, উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিপণন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রযুক্তি সরবরাহ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি PKSF এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২. লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীর নিকট কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে PKSF এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

৬। স্মারকের পক্ষদ্বয়ের কর্মপরিধি ও দায়িত্বের শর্তাবলী:

সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পক্ষদ্বয়ের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বাবলী প্রণয়ন করা হলো।

খচ ৪০৯৪৯৫৭

(ক) প্রথম পক্ষের (BINA) দায়িত্বসমূহ:

১. PKSF এর সহযোগী সংস্থার সংগঠিত কৃষকদেরকে গুণগতমানসম্পন্ন উপকরণ যেমন: বীজ, কন্দ, চারা, কলম ইত্যাদি সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করা।

২. BINA বাস্তবায়িত মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির প্রদর্শনী, মাঠদিবস, কৃষক সমাবেশ ইত্যাদিতে PKSF এর সহযোগী সংস্থার সংগঠিত কৃষকদেরকে সম্পৃক্ত করা।

৩. BINA-এর বিভিন্ন গবেষণা সাইটে PKSF এর সহযোগী সংস্থার সংগঠিত কৃষকদেরকে বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ফসল জাতসমূহের মানঘোষিত বীজ (TLS) ব্যবহার করে বীজ বর্ধন কাজে সহায়তা করা।

৪. BINA-এর প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয় ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে PKSF এর সহযোগী সংস্থার সংগঠিত কৃষকদের মাঠ পর্যায়ের ফসল চাষাবাদ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

৫. PKSF, সহযোগী সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তা এবং PKSF এর সহযোগী সংস্থার সংগঠিত কৃষকদের BINA উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৬. PKSF, সহযোগী সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তা এবং PKSF এর সহযোগী সংস্থার সংগঠিত কৃষকদের কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে কারিগরি ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা।

৭. উত্তম কৃষি পরিচর্যা (GAP) ও সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (IPM) পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদনে PKSF, সহযোগী সংস্থা এবং PKSF এর সহযোগী সংস্থার সংগঠিত কৃষকদের কারিগরি ও উপকরণ সহায়তা প্রদান করা।

৮. PKSF এর সহযোগী সংস্থার সংগঠিত কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষি পণ্য যেমন: ভার্মি-কম্পোস্ট, ট্রাইকো-কম্পোস্ট, নিরাপদ সবজি ও ফল ইত্যাদির বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সরকারি নিয়মানুযায়ী প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

(খ) দ্বিতীয় পক্ষের (PKSF) দায়িত্বসমূহ:

১. সদস্য পর্যায়ে উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণনে প্রথম পক্ষকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

২. সহযোগী সংস্থা ও সদস্যকে প্রথম পক্ষ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি স্ব-নামে (BINA'র নামে) ব্যবহার করতে বা প্রযুক্তিস্বত্ব অক্ষুন্ন রাখতে সহায়তা করা।

৩. সহযোগী সংস্থার সমিতিভুক্ত সদস্যদের জমি ও বসতবাড়িতে উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রযুক্তি প্রদর্শনী বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

(গ) প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের যৌথ দায়িত্বসমূহ:

১. উভয় পক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে একটি 'যৌথ কর্ম-কমিটি' গঠন করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে কার্যাবলীসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উক্ত কমিটির ষান্মাসিক সভা পর্যায়ক্রমে BINA এবং PKSF এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

২. স্থানীয় ব্যবহার উপযোগী এবং টেকসই কৃষি যান্ত্রিকীকরণে PKSF-এর সাথে যৌথভাবে কাজ করা।

৩. BINA এবং PKSF আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদিতে উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা।

৪. BINA এবং PKSF-এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকাশনা যেমন: প্রযুক্তি সংক্রান্ত বই, বুকলেট, লিফলেট, ফ্লিপচার্ট, প্রতিবেদন, বুলেটিন এবং অডিওভিজ্যুয়াল সামগ্রী আদান-প্রদান করা।

৫. উপর্যুক্ত দায়িত্বাবলী ছাড়াও উভয় পক্ষ পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী পালন করবে।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

উল্লেখ্য যে, PKSF কর্তৃক অত্র সমঝোতা স্মারকের অনুচ্ছেদ ৬ (ক)-এ বর্ণিত BINA থেকে গৃহীত কারিগরি সেবাসমূহের জন্য সরকারি বিধি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যয়ভার PKSF এবং এর সহযোগী সংস্থা বহন করবে।

৭। সমঝোতা স্মারক এর স্থায়িত্বকাল:

এই সমঝোতা স্মারক, উভয় পক্ষের স্বাক্ষরের তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং তা স্বাক্ষরের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতিক্রমে উল্লিখিত সময়ের পরও উক্ত সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। তবে, শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলী ভঙ্গ হলে যে কোন পক্ষ ত্রিশ (৩০) দিনের লিখিত অগ্রীম নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে এই সমঝোতা স্মারক বাতিল করতে পারবেন।

৮। সমঝোতা স্মারকের পরিবর্তন:

সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলী প্রয়োজনে উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে।

উভয় পক্ষ ঐকমত্য হয়ে সজ্ঞানে সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অদ্য ১৭ নভেম্বর ২০২১ খৃষ্টাব্দ তারিখ এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হল।

প্রথম পক্ষ:

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA)
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, ময়মনসিংহ এর পক্ষে

১৭/১১/২০২১

(ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বিআইএনএ, ময়মনসিংহ

দ্বিতীয় পক্ষ:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর এর পক্ষে

১৭/১১/২০২১

(গোলাম তৌহিদ)
সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ, ঢাকা

সাক্ষী

১। ১৭/১১/২০২১
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২, বাংলাদেশ

২। ১৭/১১/২০২১
ড. মোঃ ইকরাম উল হক
মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
বা.কৃ.বি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

সাক্ষী

১। ১৭/১১/২০২১
তানভীর সুলতানা
সহকারী মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

২। ১৭/১১/২০২১
ড. এম. এ. হায়দার
ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)